

২৭ক
(বলরামবাবুকে লিখিত)

রামকৃষ্ণজয়তি

গাজীপুর, ৬।২।৯০

পূজ্যপাদেষ্য --

পওহারী বাবার সহিত আলাপ -- অতি আশ্চর্য মহাআ! বিনয় ভক্তি এবং যোগমূর্তি। আচারী বৈষ্ণব কিন্তু দ্বেষবুদ্ধি রহিত। মহাপ্রভুতে বড় ভক্তি। পরমহংস মহাশয়কে বলেন, “এক অবতার যে”। আমাকে বড় ভালোবাসিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধে কিছুদিন এ স্থানে আছি। ইনি ২।৬ মাস একাত্মে সমাধিস্থ থাকেন। বাঙ্গলা পড়িতে পারেন। পরমহংস মশায়ের photograph রাখিয়াছেন। সাক্ষাৎ এখন হয়না। দ্বারের আড়াল থেকে কথা কহেন। এমন মিষ্ট কথা কখনও শুনি নাই। আরও অনেক কথা ইঁহার সম্বন্ধে, এখন বলিব না। ইঁহার জন্য একখানি চৈতন্যভাগবত পত্রপাঠ যেথায় পাও পাঠাইবে। গগনচন্দ্র রায়, আফিং ডিপার্টমেন্ট গাজীপুর -- এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। ইহাতে অন্যথা না হয়। ইনি তোমাদের একজন ideal বৈষ্ণব। খুব পক্ষিত কিন্তু ধরিবার যো নেই। এরও একজন হৃদে (অর্থাত বড় ভাই) কাছে আছে -- সেও বাটিতে দুকিতে পায় না। তবে হৃদের মত ... নহে। চৈতন্যমঙ্গল যদি ছাপা হইয়া থাকে তাহাও পাঠাইও। ইনি গ্রহণ করিলে তোমার পরম ভাগ্য জানিবে। ইনি কাহারও কিছু লয়েন না। কি খান, কি করেন, কেহই জানে না। আমি এছানে আছি কাহাকেও বলিও না, ও আমাকেও কাহারও খবর দিবে না। আমি বড় কাজে বড় ব্যস্ত --

দাস

নরেন্দ্র